ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ৩

ডা. শামসুল আরেফীন

শারঈ সম্পাদনা
মাওলানা আবদুর রহমান

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

শুধু মিডল ইস্টের কাহিনী কেন?	১১
দ্রোহের সাজা	৩৪
আম্মা আয়িশার বিবাহ	৫১
অর্ধেক কেন? উত্তরাধিকার ও সাক্ষ্যে	৬৮
জান্নাতে এসব কেন	৮৮
তথ্য সংরক্ষণ	১২৯
পরিশিষ্ট	১৫৮

শুধু মিডল ইস্টের কাহিনী কেন?

শেবাচিম ক্যাম্পাস, বরিশাল।

চিনলেন না তো। বরিশাল মেডিকেল কলেজ। বিশাল মাঠের পাশে বিশাল দীঘি। হলের আলোগুলোর প্রতিবিম্ব পড়ে পানিতে সন্ধ্যার পর। মনে হয় বিরাট দীঘিটা যেন হাসছে। প্রতিদিন গোসলের আগে রাকিব অনেকক্ষণ পানির দিকে চেয়ে থাকে। নিজের ছায়াটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। কী জানি কি হিসাব মেলায়। ভাবে, চেনার চেষ্টা করে। মেলে না। কীভাবে হলো। এমনটা তো কথা ছিল না। উঁহু, কোনোভাবেই এটা হতে পারে না।

গত বছর সেকেন্ড প্রফের মাঝে। প্রফ মানে পেশাগত পরীক্ষা। ডাক্তারিবিদ্যায় ওরা তিনটা পেশাগত পরীক্ষা দেয়, এখন বোধহয় ৪টা দিতে হয়। ৬০-এ পাশ, ঊনষাটে ফেল। ছয়মাস পর আবার দাও। ভাইভাতে ফেল করে শুধু ভাইভা দেবে? তা হবে না। পুরোটা দাও। লিখিত, ভাইভা, প্র্যাক্টিক্যাল—পুরোটা। মেধা এবং সময়—এগুলোর অপচয় কমাতে না পারলে জাতীয় পঙ্গুত্ব সারানো কষ্ট আছে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে জিপিএ সিস্টেম এসেছে, ভার্সিটিতে সেমিস্টার সিস্টেম এসেছে। মেডিকেল শিক্ষাটা সেই মান্ধাতার যুগেই পড়ে আছে।

তো যা বলছিলাম। গত বছর সেকেন্ড প্রফের আগে কে বা কারা রাকিবকে ফুসলিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে ঢাকায় নিয়ে আসে। শুধু ওকে না। ওর ব্যাচের আরও নিরীহ বন্ধুবান্ধবসহ, বিভিন্ন ব্যাচের নিষ্পাপ মাসুম ছেলেগুলোকে একটি বিশেষ মহল দুই বাস রিজার্ভ করে পাচার করে ঢাকায়। ঢাকার কাছাকাছি বিশাল এক মাঠে এনে ছেড়ে দেয় ওদেরকে। পুরোটা মাঠ চট দিয়ে শামিয়ানা করা। নিচে তেরপল বিছিয়ে ওদের থাকার জায়গা। বিছানা যার যার সাথেই আছে। অস্ত্রশস্ত্রও ওদের সাথেই নিয়ে এসেছে বিশেষ মহলটি...রান্নার আরকি! মাঠের চারপাশ দিয়ে হাজারে হাজারে দ্বিতল-ত্রিতল টয়লেট ভবন। আর... লক্ষ লক্ষ মানুষ।

টঙ্গীর মাঠ। এক সাগর মানুষ। কেউ হুজুর, কেউ নন-হুজুর, কেউ আধা-হুজুর, পুলিশ, আর্মি, RAB। বিদেশিদের জন্য আলাদা করে ঘেরা। দেশিরা যেতে পারে না সেদিকে। ১০ হাজার শুধু আরববিশ্ব থেকেই। বিদেশি মোট ২০ হাজার। এখনো ২য় পর্ব নাকি বাকি রয়েছে। কোন বিশৃঙ্খলা নেই, অশান্তি নেই। পায়ে পাড়া লাগলে যে পাড়া দিল সেও মাফ চায়, যে পাড়া খেল সেও মাফ চায়। রান্না হচ্ছে জায়গায় জায়গায় অনুচ্চ স্বরে জিকিরের সাথে। লাঠি হাতে কিছু দায়িত্বশীল হাঁক দেয় মাঝে মাঝে—'সালামে কালামে চলি, জিকিরের সাথে চলি, রাস্তার ডাইনে চলি।' এখানে কোনো আইনের দরকার হয় না, রক্ষাকারী বাহিনীর প্রয়োজন হয় না। কে গোলমাল করবে? এখানে সবাই আসে কোনো একজনকে রাজি করতে, রাজি করা শিখতে। যাঁকে কেউ দেখে না, কিন্তু তিনি সবাইকে দেখেন। সবার বড়ো আপন, বড়ো কাছে। হুমায়ুন স্যার মরহুম তাঁর একটা উপন্যাস শেষ করেছিলেন এভাবে— হয়ত বেশি কাছে বলেই তাঁকে দেখা যায় না।

রাকিবের দ্বিতীয় রাত টঙ্গীতে। মাঝরাতে প্রস্রাবের চাপে ঘুমটা গেল ভেঙে। সারি সারি ক্লান্ত উম্মত জিরিয়ে নিচ্ছে, একটু পর তাহাজ্জুদে উঠবে সবাই। শুরু হবে কান্না, এতিম পথহারা উম্মতের জন্য সেই তাঁর কাছে আহাজারি। 'একবার তাকাও মালিক, মাফ করে দাও আমাদের। আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারিনি। তোমার দ্বীন নিয়ে কাফিরদের কাছে যেতে পারিনি। এজন্য তুমি আমাদের যে শাস্তি দিচ্ছ, তা উঠিয়ে নাও। কাফিরদের হাতে আর আমাদের লাঞ্ছিত করো না। পুরো উম্মতের পক্ষ থেকে তাওবা করছি আমরা।' সাবধানে খেয়াল করে করে ডিঙিয়ে যাচ্ছে রাকিব। প্রস্রাবের চাপে একটু তাড়াও আছে। হঠাৎ আলো আঁধারির ছলনায় মাড়িয়ে দিল এক মুরুব্বির মাথা, বেশ জোরে। না-জানি কি ধমকটা খায় এখন। ইশ, বেচারা ব্যথাও পেয়েছেন খুব। তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেলেন মুরুব্বি। এরপর যা হলো, তার জন্য প্রস্তুত ছিল না রাকিব। রাকিবের পা ধরে—'বাবা, আমার জন্য তোমার অনেক কষ্ট হয়ে গেছে। আমাকে মাফ করে দাও, বেটা।' হতভম্ব রাকিব মাথাটাথা নাড়িয়ে কোনোমতে 'স্যরি' বলে চলে আসে। আবার ঘুমিয়ে পড়েন মুরুব্বি। কিন্তু... ঘুমুতে পারে না রাকিব।

চার বছর ধরে ছাত্ররাজনীতির সাথে আছে। কত মানুষের সাথে উঠাবসা, কারও সাথে দহরম, কারও সাথে গ্যাঞ্জাম; কিন্তু এরা আবার কেমন মানুষ। কেমন এদের শিক্ষা। কেন এরা খাওয়ার সময় গোশতের টুকরাগুলো আমার দিকে এগিয়ে দেয় নিজে না খেয়ে। কেন এরা হাসতে হাসতে গণশৌচাগার সাফ করে বিনা বেতনে। কেন এরা নিজে কষ্ট নিয়ে আরাম পৌঁছাতে চায় আরেকজনকে? বাইরের মানুষগুলো তো ঠিক উল্টো। এদের সমস্যা কী? পরের দু'দিন লেকচারগুলো খুব মন দিয়ে শোনে রাকিব।

হিন্দি সিনেমার পোকা রাকিবকে আখেরি মুনাজাতের প্রতিটি কথা আরও এলোমেলো করে দেয়। 'সব কাজকে কাজ বানিয়েছি, তোমার হাবিবের কাজকে কাজ মনে করি না; আমাদের এই বেয়াদবি আর উদাসীনতা মাফ করে দাও। কত মানুষ দ্বীন না পেয়ে কবরে চলে গেছে আমাদের দোষে। দ্বীন তাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। আমরা দুর্বল। আমাদের কমজোরি মাফ ফরমাও, মালিক।' ফিরে এসেও বেশ কয়েকদিন কানের মাঝে বাজতে থাকে ওই দিনগুলোর আলাপ-সালাপ। এভাবেই ক্যাম্পাসের ত্রাস, ডাকসাইটে ছাত্রনেতা রাকিব নামের ছেলেটা ধীরে ধীরে অন্যরকম হয়ে যায়।

জাহিলিয়াতের যুগের কাছের মানুষদের মধ্যে একজন ছিল রাহাত। রুমমেট, একই গ্রুপ করত ওরা। হাসি-কান্না-বদভ্যাসের সঙ্গী ছিল ওর। নদীর এপারটাতে ওকে খুব মিস করে রাকিব। প্রিয় বন্ধুকে দিতে চায় সুখের খোঁজ, অপহরণ করে আনতে চায় 'প্রতি মুহূর্তে তৃপ্তির' এই পথে, সিরাতুল মুসতাকিমে। কয়েকবার চেষ্টা যে করেনি—তা নয়। রাকিব রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার পর রাহাত একা হয়ে পড়েছে। আগের রাজনৈতিক অবস্থান এখন অনেকটাই নড়বড়ে। একধরনের শূন্যতা আর হতাশা আরও অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে তাকে। রাকিবের এই পরিবর্তনের প্রতি ওর যে অনুভূতি তৈরি হয়েছে তার নাম—ঘৃণা। রাহাতের ধারণা : রাকিব রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে বলেই ওদের গ্রুপের এই দুরবস্থা। আগে থেকেই রাহাত কিছুটা এগনোস্টিকও ছিল। ইসলামের ব্যাপারে প্রচুর সংশয়। সরাসরি অস্বীকার করে না, তবে বোঝা যায় সেটা।

'বন্ধু, আমি তোকে পাঁচ বছর ধরে চিনি। তুই খুব ভালো করেই বুঝিস, যে পথে আমরা চলতাম তার শেষে শুধু ধ্বংস, অপ্রাপ্তি। নিজেকে তিলে তিলে শেষ করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নেই এতে। সব নেতারা তোকে ব্যবহার করছে ব্যক্তিগত স্বার্থে। বল, এগুলো তুই জানিস না? তবু কেন? সারা দিনের হতাশার ওষুধ কি উইড, ডেক্সপো, ড্রিংক করা প্রতি রাতে? এগুলোতে কি শেষ হয়ে যায় তোর হতাশা? না বাড়ে? বল। জবাব দিচ্ছিস না কেন?' আহত বাঘের মতো রাকিবের দিকে চোখ তুলে তাকায় রাহাত।

'দোস্ত, কুরআনে আমাদের বানানেওয়ালা আল্লাহ বলে দিয়েছেন এর সমাধান—"আলা বিজিকরিল্লাহি তাত্বমাইন্নুল কুলুব"[১]—আর অন্তরের শান্তি রেখে দিয়েছি আমার জিকিরের মধ্যে, আমাকে যে অন্তর স্মরণ করবে, সে অন্তর শান্তি পাবে। তুই একবার আমার সাথে তিন দিনের জামাতে চল। দেখ, শান্তি পাস কি না। একবার আমার কথাটা শোন। প্লিজ রাহাত।' ছলছল চোখে রাহাতের পা ধরে

[১] সূরা রা'দ : ২৮

ফেলে রাকিব। আল্লাহর জন্য। নির্বিকার রাহাত হাত দিয়ে সরিয়ে দেয় ওর হাত।

'রাকিব, কেন ছেলেমানুষি করছিস? তুই তো জানিস ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আমার খটকা আছে। আজ তোকে বলেই ফেলি। নইলে তুই বার বার আমাকে ডিসটার্ব করবি। আমার মনে হয়, কুরআন-ইসলাম এই সব মুহাম্মাদের বানানো। আমি মানি—স্রষ্টা একজন আছে, নইলে এই দুনিয়া-জগৎ সৃষ্টি হওয়া পসিবল না; কিন্তু ইসলাম তাঁর কাছ থেকে এসেছে, এটা মানি না।' কনফিডেন্ট রাহাত।

'ঠিক কেন তোর মনে হলো যে, কুরআন নবিজি ﷺ-এর বানানো?' প্রশ্নের সাথে রাকিবের কণ্ঠে ঝরে পড়ে আকুতি। প্রিয় বন্ধু কুফরের কারণে জ্বলবে, কীভাবে প্রাণে সয়! সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে রাকিব। হিদায়াতের মালিক আল্লাহ, কিন্তু চেষ্টার শেষটা দেখতে চায় ও।

'কুরআনের অনুবাদ আমি পুরোটা পড়েছি। আমার সন্দেহের অনেক ভ্যালিড কারণ আছে। তার মাঝে একটা হলো, কুরআনে যে ঘটনাগুলো এসেছে তার সবগুলোই আরবভূমির, বড়োজোর মিডল-ইস্টের, মিশর-আরব-সিরিয়া-ইরাক। কুরআনে দাবি করা হচ্ছে যে—এটা সমস্ত মানবজাতির জন্য। অথচ শুধু আরবের ঘটনা বলে বলে আরবদের হিদায়াত করা হলো। সমসাময়িক ভারতে উন্নত সভ্যতা ছিল, চীনা সভ্যতা ছিল, ইউরোপে বর্বর জাতিগুলো ছিল, আমেরিকা মহাদেশে সভ্যতা ছিল। তাদের কথা মেনশন করা হয়নি। এটাই প্রমাণ করে যে, এটা আল্লাহ থেকে আসেনি। যেহেতু মুহাম্মাদ আরবভূমির বাইরে কখনো যাননি।[২] তাই তাঁর রচনায় শুধু ঘুরে-ফিরে আরবের উপকথা, আর ইহুদি-খ্রিস্টান প্রতিবেশীদের ঘটনাগুলোই এসেছে। যদি আল্লাহ দিতেন, তবে সব এলাকার কথাই থাকত। আমেরিকার কথা মুহাম্মাদ জানতেন না; কিন্তু আল্লাহ তো জানতেন যে, আমেরিকা আছে', এখন উচ্ছন্নে গেলেও রাজনীতিতে আসার আগ পর্যন্ত রাহাত বেশ পড়ুয়া ছিল। মেডিকেলের বাইরের পড়াশোনা ওর ভালোই।

'কেন? কেন সব এলাকার সব সভ্যতার কথাই কুরআনে থাকতে হবে? কুরআন কি ইতিহাসের বই? ভূগোলের বই? যে মেসেজটা কুরআন দিতে এসেছে, তার জন্য যেটুকু পারফেক্ট, সেটাই আল্লাহ করেছেন। তোর মনে হচ্ছে, আল্লাহ বা নবিজি কি ইতিহাস শেখাতে গিয়ে অসম্পূর্ণ একটা ইতিহাসের বই ধরিয়ে দিয়েছেন?', নিজের কণ্ঠে রাগ টের পায় রাকিব। নাস্তিকদের কেউ কেউ জানে ভালো, কিন্তু কোরিলেট করা, মিলিয়ে বোঝা জিনিসটা একেবারে যাচ্ছেতাই। মানে, যেকোনো মূল্যে ইসলাম

[২] দেখতে পারেন লেখকের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-১-এর 'আরব সংস্কৃতি মানব কেন?' গল্পটি।

থেকে পালিয়ে বাঁচতে হবে। না, রাকিব, রাগা যাবে না। শেষ চেষ্টা কিন্তু এটা। 'কুরআন নবিজির বানানো, তোর এটা মনে হওয়ার কারণ হলো, কুরআনের প্রেক্ষাপট মিডল ইস্ট। তাই তো?'

'এটা একটা কারণ। আরও আছে।'

'আচ্ছা, সেগুলো অন্যদিন আলাপ করা যাচ্ছে, সমস্যা নেই। আজকে এটাই হোক। শোন তাহলে। শুনতে হবে কিন্তু। প্রশ্ন করেছিস জবাব দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে বল। একটা সিগারেট ধরালাম। তোর আবার সমস্যা হবে না তো।'

'না, খা তুই', রাকিব আজ ৬ মাস সিগারেট ছেড়েছে। ও ছেড়েছে বললে ভুল হবে। আল্লাহ্ ছাড়িয়ে দিয়েছেন। বান্দা স্রেফ হারামকে হারাম মনে করবে, কোনো যুক্তি খাড়া করবে না। আর প্রতিবার ওই গুনাহের পর কেঁদে কেটে খালিস পাক্কা তাওবা করবে। করতে থাকবে, আর প্রতিবারই আর না করার নিয়ত করবে। এখানে ফাঁকি চলে না। তাওবার মতো তাওবার অভ্যাস থাকলে আল্লাহই একসময় গুনাহ্ ছাড়ার তাওফিক দেবেন, গুনাহ্ ছাড়ার পরিবেশ করে দেবেন।

একসময় শুধু ধনীরা সিগারেট খেত। ফ্যাশন, কেতাদুরস্তি, আধুনিকতা, টাকার গরম, স্টাইল—এগুলো প্রকাশ পেত ধরানোতে আর ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গিতে। এখন রাস্তার পাগলেও টানে। পাবলিক প্লেসে। এটা অশিক্ষা, কুরুচি, অসভ্যতা আর গ্রাম্যতা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করে না। আশির দশকের নায়কদের মতো সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করে রাহাত।

'তারপর বল', ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। উঠে গিয়ে সবগুলো জানালা খুলে দিতে থাকে রাকিব। আর বলতে থাকে..

'পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান: কুরআন তোকে আমাকে ইতিহাস-ভূগোল শেখাতে আসেনি। কুরআন আমাদের একটা মেসেজ দিতে এসেছে। মূল মেসেজটা কী? মেসেজ হলো দুইটা—

প্রথমত, আল্লাহ্ সকল জাতির জন্য নবি পাঠিয়েছেন। নিজের পরিচয় অর্থাৎ, তাওহিদের বার্তা দিয়ে। নবি চলে যাওয়ার পর শয়তান পরবর্তী প্রজন্মে তাওহিদ

ভুলিয়ে দিয়েছে, শিরক-কুফরে নিমজ্জিত করে ফেলেছে।[৩] নবির প্রজন্মের তাওহিদ পরের প্রজন্মগুলোতে বিকৃত হয়ে উৎপত্তি হয়েছে নানান ধর্মের। **কুরআনের পয়লা উদ্দেশ্য—এই বিভিন্ন ধর্মাচারে পথহারা মানুষকে প্রকৃত স্রষ্টার সন্ধান দেওয়া।** তাওহিদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তাহলে আমাদের দেখতে হবে, ৬ষ্ঠ-৭ম শতকে কোন কোন ধর্মাচারের মানুষ দুনিয়াতে ছিল? খেয়াল করে দেখ, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মানুষের ধর্ম কী কী ছিল।

- চীন ও জাপান ছিল **প্রকৃতিপূজারী ও পূর্বপুরুষপূজারী।**[৪]

---

[৩] কীভাবে প্রথম শিরক শুরু হল:

[وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا - وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا]

অর্থ: আর তারা বলেছিল, তোমাদের দেবদেবীদের কখনো পরিত্যাগ করো না। আর অবশ্যই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়াআকে, আর না ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে। এবং তারা খুব বিরাট ষড়যন্ত্র করলো। (সুরা নুহ : ২৩)

এগুলো ছিল বিভিন্ন প্রতিমার নাম। ওয়াদ্দ 'দুমাতুল জান্দাল'-এর কালব গোত্রের, সুওয়াআ সমুদ্র উপকূলবর্তী গোত্র 'হুজাইল'-এর, ইয়াগুস ইয়ামানের সাবার সন্নিকটে 'জুরুফ' নামক স্থানের 'মুরাদ' এবং 'বনি গুতাইফ' গোত্রের, ইয়াউক হামদান গোত্রের এবং নাসর হিময়ার জাতির 'জুল কিলাআ' গোত্রের উপাস্য ছিল। [ইবনু কাসির ৮/২৩৪-২৩৫, ফাতহুল কাদির ৫/৩৬২]

আতা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস বলেন—এসব মূর্তিকে নুহ আলাইহিস সালামের কওম পূজা করত। পরবর্তী সময়ে আরবেও তাদের পূজার প্রচলন হয়। **এরা মূলত ছিলেন নুহ আলাইহিস সালামের জাতির নেককার বুজুর্গ। আদম ও নুহ আলাইহিস সালামের আমলের মাঝামাঝি সময়ের। যখন এরা মৃত্যুবরণ করলেন, তখন শয়তান তাদের ভক্তদের কুমন্ত্রণা দিল যে—তোমরা এদের প্রতিমা বানিয়ে নিজেদের ঘরে ও দোকানে স্থাপন করো। যাতে তারা তোমাদের স্মরণে সর্বদা থাকেন এবং তাদেরকে খেয়ালে রেখে তোমরাও তাদের মতো নেককাজ করতে পার। প্রতিমা বানিয়ে যারা রেখেছিল, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের বংশধরকে এই বলে শিরকে পতিত করল—'তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো এদের পূজা করত, যাদের প্রতিমা তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে স্থাপিত রয়েছে।' ফলে তারা এদের পূজা করতে আরম্ভ করে দিল। এখান থেকে প্রতিমা-পূজার সূচনা হয়ে গেল।**

(সহিহ বুখারি : ৪৯২০; এবং তাফসির আহসানুল বায়ান, পৃ: ১০২৩)

[৪] নবিযুগে চীন-জাপান:

- চীনে তখন চলছিল সুই রাজবংশ (৫৮১-৬১৮) এবং তাং রাজবংশের পাঁচজন সম্রাট। ৭০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কেবল চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার শুরু হয়েছে; গ্র্যান্ড ক্যানেল বানাচ্ছে। সামগ্রিক চীনাদের ধর্মবিশ্বাস বলতে **নিরীশ্বরবাদী সামাজিক আদর্শ কনফুসিয়বাদ, তাওবাদ, বৌদ্ধধর্ম আর আচার হলো প্রকৃতিপূজা ও পূর্বপুরুষপূজা।**

  https://www.chinahighlights.com/travelguide/china-history/the-sui-dynasty.htm

- জাপানে তখন চলছে আসুকা আমল (৫৩৮-৭১০ খ্রিস্টাব্দ)। নারা রাজবংশ, রাজধানী আসুকা। **বৌদ্ধধর্মের** প্রচার শুরু হয়েছে। প্রিন্স শোতোকু ১৭ দফার সংবিধান রচনা করেছেন তাওবাদ ও **কনফুসিয় তন্ত্রের** ভিত্তিতে।

  http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/japan/jptimeln.htm

- ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দু[৫]... **মূর্তিপূজারী**। হিন্দুরা ছিল আফগান থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত।[৬] ইহুদি ও খ্রিস্টান কিছু ছিল দাক্ষিণাত্যে।
- পারস্য সাম্রাজ্য **অগ্নিপূজারী**।
- রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার স্তেপ **প্রকৃতিপূজারী**।
- পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য, মিসর থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত **খ্রিস্টান**।
- বাকি আফ্রিকা **প্রকৃতিপূজারী**।
- মধ্য ও উত্তর ইউরোপ **মূর্তিপূজারী বার্বারিয়ান**।', থামল রাকিব। সাথে সাথে কথা ধরে নিল রাহাত।

'তাহলে তুই-ই দেখ রাকিব, কুরআনে বর্ণিত নবিগণ সবাই মিডল ইস্ট এলাকারই। কেন? ইউরোপের, চীনের, ভারতের নবিদের কথা কেন নেই? এক-দুইজনের কথা আসা উচিত ছিল না?'

'আসছি। তোর পয়েন্টেই আসছি। মোটাদাগে যদি ভাগ করিস, **পুরো দুনিয়ার মানুষ ৩ ধর্মে বিভক্ত।**

১. **মুশরিক (দেবদেবী, পূর্বপুরুষ, প্রকৃতিপূজা, আগুনপূজা)।** নিরীশ্বরবাদীরা (কনফুসীয়, তাওবাদ, বৌদ্ধধর্ম) প্রকৃত অর্থে নাস্তিক/ধর্মহীন না। তারাও বুদ্ধের মূর্তি, পূর্বপুরুষ, ড্রাগন ইত্যাদির উপাসনা করে। সুতরাং মুশরিকের ভেতরেই পড়বে।
২. **ইহুদি**
৩. **খ্রিস্টান।** এ পর্যন্ত ঠিক আছে? কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারিস।'

---

[৫] নবিযুগে ভারতবর্ষ:

- পাকিস্তান-আফগানিস্তান-উত্তর ভারত : গুপ্ত রাজবংশ **(বৌদ্ধ)** হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭)
- সিন্ধুর রাই রাজবংশ (৪৮৯-৬৩২)
- বাংলার পাল রাজবংশ **(বৌদ্ধ)**

[৬] নবিযুগে পূর্ব এশিয়া:

- ইন্দোনেশিয়া : ইন্দোনেশিয়ার জাভায় তখন প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের শাসন ৬৬৯ পর্যন্ত। তারুমানগরের রাজা পূর্ণবর্মনের একটা রাজফরমান আছে শিলালিপিতে। আর সুমাত্রায় মালয় রাজবংশ। অধিবাসীরা অধিকাংশই হিন্দু। বৌদ্ধরাষ্ট্র শ্রীবিজয় সুমাত্রা জয় করে নিচ্ছে।
- মালয়েশিয়া : মালয় উপদ্বীপে হিন্দু কেদাহ রাজবংশ ৬৩০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন মহারাজা দরবার রাজা।
- লাওস-কম্বোডিয়া : চেনলা রাজবংশ (৬ষ্ঠ শতক-৮০২)। একে একে হিন্দুরাজা রুদ্রবর্মণ, ভববর্মণ, মহেন্দ্রবর্মণ, ঈশানবর্মণ, জয়বর্মণ শাসন করেন।
- থাইল্যান্ড : ৭ম-১০ম শতকে মধ্য থাইল্যান্ডে চলছিল দ্বারবতী সংস্কৃতি, মূলত থেরাভাদা বৌদ্ধ। আর দক্ষিণ থাইতে চলছিল হিন্দু শাসন।
- বার্মা : ৪র্থ শতকের মধ্যে ইরাবতী ভ্যালির পিউ নগররাষ্ট্রগুলো বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়।

৬০০ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীতে ধর্মের অবস্থা

Source : Philip's Atlas of World History

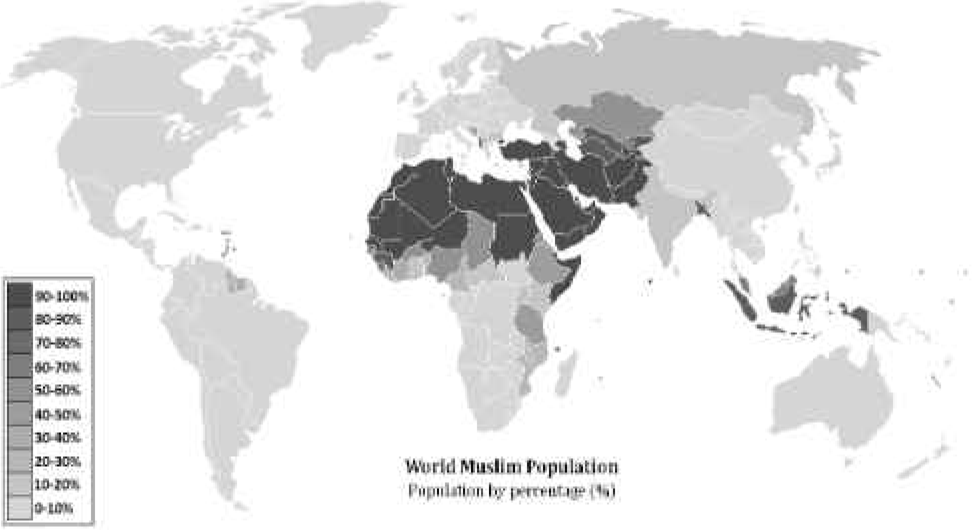

বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামের অবস্থা.
দাওয়াহ সারা পৃথিবীতে পৌঁছে গেছে।

'হুম, তারপর বল', সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল রাহাত।

'লিখে রাখলাম এটা.. [ক] দিয়ে। ৩ **ক্যাটাগরির ভুল বিশ্বাসধারী মানুষের কাছে তাওহিদের বার্তা পৌঁছাতে হবে।** আমরা আবার এটাতে ফিরে আসব। আগে ইসলামের দ্বিতীয় মেসেজটা বলে নিই। এবার আয়।' রাকিব চেয়ার থেকে বিছানায় গিয়ে বসে। বলতে থাকে...

'ইসলামের দ্বিতীয় মেসেজটা হলো : মানুষ যেন দুনিয়া-পরকালে সুখে থাকে সেজন্য ইহজীবন পরিচালনার একটা মূলনীতি দিয়ে দেওয়া; প্রবৃত্তি ও নৈতিকতার মধ্যে ব্যালেন্স করে ভারসাম্যপূর্ণ একটা পথ বলে দেওয়া। অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ', নবিজির আনা জীবন-পদ্ধতি। এবং জীবনপদ্ধতিটা কমপ্লিট হতে হবে। মানবজাতির প্রতি আল্লাহর বার্তা কমপ্লিট করে দেওয়া হবে। এরপর আর ওহির প্রয়োজন থাকবে না। তাই নবিরও প্রয়োজন থাকবে না। তার পর আর কোনো নবি পাঠানো হবে না। **বার্তা হতে হবে একটাই—যা সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষের প্রতি দেওয়া হবে; যা কিয়ামত অব্দি কার্যকর থাকবে।**

'এখানে আমার প্রশ্ন আছে, দোস্ত', শোয়া থেকে উঠে বসে রাহাত। 'বার্তা একটাই কেন হতে হবে। নানা ভাষায় হলে কী সমস্যা? শুধু আরবিতে কেন? বলা হচ্ছে, কুরআন সকল মানুষের জন্য সংবিধান বা ইউজার ম্যানুয়াল। একটা সফটওয়্যারের ইউজার ম্যানুয়ালও আজকে পৃথিবীর কমপক্ষে ৬টি ভাষায় থাকে। কুরআন একই সাথে তৎকালীন সবগুলো প্রধান ভাষায় অবতীর্ণ হওয়া কি উচিত ছিল না? শুধু আরবিতে হওয়াটা এর বিশ্বজনীনতাকে নস্যাৎ করে না?'

'উত্তর পরে দিতাম। যেহেতু প্রশ্ন এসেই গেল, তাহলে বসি। তোর সফটওয়্যারের ইউজার ম্যানুয়ালের তুলনাটা ভুল। সফটওয়্যার একই সাথে একই সময়ে বিভিন্ন ভাষার মানুষ ব্যবহার করে। দ্বীন এমন না। মানে শুধু একটা বই আকাশ থেকে কয়েক ভাষায় ফেলে দিলে হবে না', মনপ্রাণ ঢেলে বোঝানোর চেষ্টা করে রাকিব। 'তুলনাটা হবে এমন : চিফ ইঞ্জিনিয়ার প্রোটোটাইপ বানিয়ে এর ফাংশন ব্যাখ্যা করছেন, সেটা একটা ভাষাতেই করছেন। একজন মানুষ একই সেকেন্ডে একাধিক ভাষায় কথা বলতে পারে না। মূল ডিজাইন ম্যানুয়াল একটা ভাষায়ই ইঞ্জিনিয়ার লেখেন। পরে সেটা অনুবাদ হয় কয়েক ভাষায়। কুরআন আসবে, নবি সেটাকে হাতে-কলমে শেখাবেন। কুরআন বলবে নামাজ পড়ো, নবি সেটা করে দেখিয়ে দেবেন, পরবর্তীরা বর্ণনা করবেন : আমি নবিজিকে এভাবে এভাবে নামাজ পড়তে দেখেছি। **একজন মানুষ প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিতে হবে ব্যক্তি-ব্যবস্থাপনা..দাঁত মাজা, হাসি, কথা বলা, আচরণ, চরিত্র। বলে দিতে হবে পেশাব-স্ত্রী-সহবাসের আদব, দেখিয়ে দিতে হবে মডেল হয়ে। পৃথিবীর**

আর কোনো মানুষ পাবি না যার সম্পর্কে জানা যায় তিনি কীভাবে পেশাব করতেন, পেশাবের পর কীভাবে পবিত্র হতেন, স্ত্রী সহবাসের পর কী করতেন, দাঁত কয়বার মাজতেন, হাসিতে দাঁত দেখা যেত কি না, ছোটোদের সাথে দাসদের সাথে আচরণ কেমন ছিল, গোসল কীভাবে করতেন।

- তাকে ফ্যামিলি ম্যান হয়ে দেখিয়ে দিতে হবে পরিবার-ব্যবস্থাপনা কেমন হতে হয়।
- সমাজের নেতা হয়ে দেখিয়ে দিতে হবে সমাজ কীভাবে চালাতে হবে।
- রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিতে হবে মানুষের রাষ্ট্র কীভাবে চললে বেস্ট হবে।
- সেনাপতি হয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যুদ্ধনীতি।
- বিচারপতি হয়ে দেখিয়ে দিতে হবে আইনের প্রয়োগ, দিতে হবে আর্থিক লেনদেনের স্পষ্ট মূলনীতি।

শুধু আসমান থেকে বই নামিয়ে দিলে হবে না, বই নামিয়ে দিলে পাবলিক বলবে : আরে, এসব মানা অসম্ভব। এখনই তো আমরা বলি : আরে সুদ ছাড়া অসম্ভব, মিউজিক ছাড়া অসম্ভব। পাবলিক সবসময়ই মারাত্মক। এজন্য একজন মানুষ সব জায়গায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিতে হবে : কুরআন মেনে চলা সম্ভব, এভাবে কুরআন মানতে হয়।' অনেকগুলো কথা এক নাগাড়ে বলে দম নেয় রাকিব। রাহাত চোখ বোজে। কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছে; নাকি কাউন্টার খোঁজার চেষ্টা করছে, বোঝা গেল না। রাকিব বলে চলে...

'তোর কথামতো অনেক ভাষায় হলে মূল টেক্সট বিকৃত হয়ে যাবে। অনেক ভাষায় হলে একই সাথে অনেক নবিকে লাগবে, যারা একই বাণী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রচার করবে'।

'ওকে, সেটা হলেও হয়। নবি একজনই কেন হতে হবে? আমাকে বোঝা', পাওয়া গেছে কাউন্টার।

'আচ্ছা, খেয়াল করলে দেখবি, কুরআন একবারে নাজিল হয়নি। শানে নুজুল আছে। মানে পরিস্থিতি অনুসারে নবিজির পাবলিক ইন্টারেকশন মোতাবেক একটু একটু করে নাজিল হয়েছে। "তারা বলে এমন এমন; হে নবি আপনি বলে দেন এই এই"... এ-রকম। সিরিয়ালি না, রেন্ডম। এই সূরার দশ আয়াত। আবার পরিস্থিতি অনুপাতে পেছনের কোনো সূরার সাত আয়াত। এভাবে।

একটাই বার্তা, নবি অনেক—এমন হলে এটা সম্ভব না। একই আয়াতের ব্যাখ্যা এক নবি যা করবেন, আরেক নবির পরিস্থিতি একই না বলে ওই আয়াতেরই ব্যাখ্যা হয়ে যাবে ভিন্ন। প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা হবে না। একই আয়াত ভিন্ন

ভিন্ন নবির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে ভিন্ন অর্থের হয়ে যাবে।

ফলে প্রত্যেক জাতির অবস্থা অনুসারে কুরআনের অর্থ-ব্যাখ্যা বদলে যাবে। এখন যেমন বর্তমানের একটা আরবি কুরআন আর ১৪০০ বছর আগের একটা আরবি কুরআন হুবহু একই পাচ্ছিস, সেটা আর থাকবে না। কালপরিক্রমায় আরবি কুরআন আর রুশ কুরআনটা আলাদা হয়ে যাবে।'

'কী রকম? ক্লিয়ার কর'

'ধর তুই, কুরআনে ৩০ টা আরবি আয়াত ঢোকালি। এবার পৃথিবীর যেকোনো ভাষার হাফিজকে দিলেই পইপই করে ৩০ টা বানোয়াট আয়াত বের করে দেবে। যদিও তার নিজের ভাষা আরবি না। অনেক ভাষায় নাজিল হলে এই আশ্চর্য শুদ্ধতা রক্ষা করা যেত না। তোর কথামতো হলে, বর্তমানের একটা ইংলিশ কুরআন আর ১৪০০ বছর আগের একটা চীনা কুরআন বিলকুল আলাদা হয়ে যেত। আল্টিমেটলি ৬ ভাষারটা ৬টা আলাদা ধর্ম-ই হয়ে যেত। দেখিস না? **শুধু আরবি হওয়ার পরও এত সাবগ্রুপ। তাহলে ৬ ভাষায় হলে তো ৬টা আলাদা ধর্মই হয়ে যেত।**'

'আচ্ছা। মেক্স সেন্স। ঠিক আছে তোর কথা। একভাষায় নাজিল হয়েই যত গ্রুপ মুসলমানদের। অনেক ভাষায় হলে হেরিকেন দিয়ে খুঁজতে হতো মুসলমান', রাহাতের পজিটিভ রেসপন্সে রাকিবের চোখ চক চক করে ওঠে। আশায় বুক বেঁধে বলে চলে ও।

'শেষনবির শেষ ওহি অক্ষয় রাখতে হবে। **কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত রাখার ব্যবস্থাপনাটা একাধিক নবি হলে আর হতো না।**'

'আচ্ছা মানলাম; কিন্তু সব কাহিনি মিডল ইস্টের কেন, এর জবাব তো হলো না।' সব নাস্তিকের এই এক বাই বাপু। তাড়াহুড়ো। উত্তর তো দিচ্ছি। এর মাঝে এই উত্তরের প্রশ্নটাই তিনবার করে ফেলেছে রাহাত। উত্তর পাওয়ার ধৈর্য নেই। আসলে এরা উত্তর পেতে চায় না। উত্তর পেয়ে গেলে সমস্যা, বিরাট সমস্যা।

'নবিজির ইমেডিয়েট অডিয়েন্স কারা? কাদেরকে দিয়ে এই এক জীবনে মডেল পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বাজার-আইন করে দেখিয়ে যেতে হবে?'

'আরবরা। আর কারা আবার?'

'হ্যাঁ, আরব মুশরিক, আরব ইহুদি, আরব খ্রিস্টান। খেয়াল করিস।

ইহুদি আর খ্রিস্টানদের কাছে মেসেজটা হলো—আমি মুহাম্মাদ কোনো নতুন ধর্ম নিয়ে আসিনি। তোমাদেরই ধর্ম; যা তোমরা লুকোছাপা করেছ, ট্রিনিটি নামক শিরক

ঢুকিয়েছ[৭], ভাবছ ঈসা-কে হত্যা করা হয়েছে। **আমি সেই আদি ধর্মই নিয়ে এসেছি[৮], ইবরাহিমের ধর্ম, অন্য কিছু না। তোমাদের যারা নবি, আমি তাদেরই উত্তরাধিকারী। অতএব, ফলো মি।** এজন্য কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবির ১৩ জনই বনি ইসরাইলের। **নবিজির ইন্টারেকশনটা আরব খ্রিস্টান-ইহুদিদের সাথে, কিন্তু এই সুযোগে কুরআন সারা দুনিয়ার সকল ভাষার ইহুদি-খ্রিস্টানদের কাছে তাওহিদের বার্তাটা বলে দিয়েছে। দুনিয়ার ৩১.১১% মানুষের দাওয়াহ কিন্তু হয়ে গেছে।** তান।[৯]

আর আরব মুশরিকরা হলো আরবের আদিবাসী, সেই নুহনবির আমল থেকে আছে। সাবার রানি বিলকিস, আদ জাতি, সামুদ জাতি—এরা সব আদি আরব। তাদের ঘটনা লোককাহিনি আকারে, কবিতার আকারে চলে এসেছে এতদিন। এগুলো আরবদেরই

---

[৭] খ্রিস্টানদের আকিদা সংশোধন—

- তারা বলে যে, আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি অতি পবিত্র, বরং যা কিছু আকাশসমূহে এবং ভূ-মণ্ডলে আছে সমস্তই তাঁর, সকলই তাঁর অনুগত। [২ : ১১৬]
- অবশ্যই তারা কুফরি করেছে যারা বলে 'নিশ্চয় মারইয়াম পুত্র মাসিহই আল্লাহ'। বলেন, যদি আল্লাহ্‌ ধ্বংস করতে চান মারইয়াম পুত্র মাসিহকে ও তার মা-কে এবং জমিনে যারা আছে তাদের সকলকে। তাহলে কে আল্লাহর বিপক্ষে কোনো কিছুর ক্ষমতা রাখে? আর আসমানসমূহ, জমিন ও তাদের মধ্যবর্তী যা রয়েছে, তার রাজত্ব আল্লাহর জন্যই। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্‌ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। [৫ : ১৭]
- অবশ্যই তারা কুফরি করেছে, যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তিন জনের তৃতীয়জন'। যদিও এক ইলাহ্‌ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ্‌ নেই। আর যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব স্পর্শ করবে। [৫:৭৩]
- তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসিহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোনো (হক) ইলাহ্‌ নেই। তারা যে শরিক করে—তিনি তা থেকে পবিত্র। [৯ : ৩১]

[৮] ইসলাম নতুন কিছু না। ইবরাহীম আ. এর দীনের বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ ও শেষ বার্তা।

- এই দীন ইবরাহিমের দীন, যাকে তোমরা সবাই নিজের লোক বলে দাবি করো। ইবরাহিম ইহুদিও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৬৭)।
- বলেন, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন, তা সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [সুরা আনআম, আয়াত : ১৬১]
- আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো কাঠিন্যতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। অতএব, তোমরা সালাত কায়েম করো; জাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধরো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী! [২২:৭৮]
- (ইবরাহিম বললেন) আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি—যিনি আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। [৬ : ৭৯]

[৯] 'Religious Composition by Country, 2010-2050'. Pew Research Center. 2 April 2015. খ্রিস্টান ৩১.১১%, মুসলিম ২৪.৯০%, ধর্মহীন ও নিরীশ্বরবাদী ১৫.৫৮%, হিন্দু ১৫.১৬%, বৌদ্ধ ৬.৬২%, স্থানীয় ধর্ম ৫.৬১%।

পরিচিত ঘটনা। সালিহ, হুদ, শুয়াইব আলাইহিস সালাম আর আমাদের নবি হলেন আরব।[১০] এই ৩ আরব নবির ঘটনা উদাহরণ হিসেবে ফার্স্ট অডিয়েন্স আরবদের জন্য 'না হলেই নয়' : হে আরবরা, তোমাদের আগেকার আরব জাতিগুলো আল্লাহর নবিদের না মানার জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরাও একই ভুল কইরো না।

সুতরাং **মডেল স্থাপনের জন্য এই দাওয়াতটুকুই জরুরি। আরব অডিয়েন্সকে নিয়েই নবিজিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে মডেল সমাজ, মডেল রাষ্ট্র, মডেল অর্থনীতি, মডেল বিচারব্যবস্থা।** এদেরকেই পয়লা কনভিন্স করতে হবে। আর কোনো ওয়ে তো নেই। আরবের কাছে চীনা বা আজটেক নবির গল্প ফাংশনালি জরুরি না। **একটামাত্র জীবনে মডেল স্থাপনই শেষ নবির কাজ। এরপর মডেলের সাথে বাকি দুনিয়া জোড়া লাগবে। হেদায়েত ছড়াবে।'**

'তাহলে অন্য জাতিগুলো নিজেদের সাথে মিলিয়ে কোনো উদাহরণ পাবে না? নিজেদের উল্লেখ পাবে না শেষ মহাগ্রন্থে?', প্রশ্নের আসলে শেষ নেই। অথচ বিশ্বাস নিজেই অনেক প্রশ্নের উত্তর ছিল।

'না না, ভুল হচ্ছে রাহাত। প্রত্যেক জাতি তার বিশ্বাসের সাথে মিলিয়ে উদাহরণ কিন্তু কুরআনে পাচ্ছেই। আকিদা বা বিশ্বাসগতভাবে জাতি কিন্তু এই তিনটাই। কেবলই বললাম কিন্তু। ইহুদি-খ্রিস্টান-মুশরিক। **তুই ব্যাপারটা ভৌগোলিক জাতি হিসেবে দেখছিস। কুরআন তো ভূগোলের বই না যে, ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে সবার উল্লেখ থাকতে হবে। তোর কাছে কেউ চীনা, কেউ ভারতীয়। তুই মানবজাতিকে ভাগ করছিস সভ্যতা হিসেবে। কুরআন আকিদার বই, আল্লাহ দেখছেন ভুল বিশ্বাসের দিক দিয়ে মানুষ কয় প্রকার।** সমগ্র মানবজাতিকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে এই কুরআন, কয়টি ভুল পথে চলে গেছে পথহারা মানবজাতি? এই তিনটা।

তুই ভাবছিস চীনারা চীনা নবির ইতিহাস পাচ্ছে না কেন কুরআনে? কুরআন তো ইতিহাসের বইও না। কুরআন আকিদা শুদ্ধ করার বই। **চীনা মুশরিক তো পাচ্ছে নিজের ভুল**

[১০] সহিহ ইবনু হিব্বান, সূত্রে : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইফাবা., ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৭৫

দ্রোহের সাজা

ছবি।

মফিজ লেকের সাথেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীর। প্রাচীরের ওপার থেকে ধানী জমি শুরু, যদ্দুর চোখ যায়। বিকেলে এদিকটায় আসাই দায়। কপোত-কপোতীদের সময় তখন। হুজুররা আসে ফজরের পর পর।

শীত যাই যাই করছে। প্রতিটা ধানের পাতায় একটা করে শিশির। যেন শিশিরের বিরাট চাদর গায়ে জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে সবুজ ধানখেতটা। বেলা বাড়ে। পাতার ফাঁক দিয়ে আসে কাটা কাটা রোদ। উবে যায় শিশিরের অলস চাদর।

ভার্সিটি হাজারও মত-পথের এক জগাখিচুড়ি। একদিকে তাহিলখোর এসে যেমন হুজুর হয় এখানে। আবার মওলানা পাশ করে এসে বিড়িও ধরে এখানে। এ এক তেলেসমাতি জায়গা বাপু! ক্যাম্পাসে আবদুল্লাহ উন্দুলুসির বহু মিনিয়েচার পাবেন। সেই যে বহুত বড়ো এক আল্লাহর ওলি ছিলেন। এক খ্রিস্টান নারীর রূপে মজে দ্বীনত্যাগ করলেন। ১০ বছর শূকর চরালেন। মুখস্ত কুরআন ভুলে খেয়ে একটা আয়াত মনে পড়ল ১০ বছর পর। সংবিৎ ফিরে পেলেন। তবে ঝামেলাটা হলো, আব্দুল্লাহ উন্দুলুসি ছিল খুশনসিব। সবাই ফিরে আসার সুযোগ পায় না। নারীর সান্নিধ্য আর পুরুষের সপ্রশংস বিহ্বল দৃষ্টি পাওয়ার শ্যাওলায় পিছলে যায় হেথায় কত আউলিয়া। পয়লা পয়লা দাড়িটা একটু 'সাইজ' হয়, এরপর চুলের স্টাইল দৃশ্যমান করতে বিদেয় হয় টুপি। এরপর খ্যাত পাজামার বদলে স্মার্ট জিন্স। নিচে ভাঁজ করা। একদিন ভাঁজ করতে আর মনে থাকে না। প্যাকেট ফুটো হলে চানাচুর মিইয়ে যেতে যতক্ষণ লাগে আরকি।

আবার উল্টো কাহিনীরও অভাব নেই। কত মদারু, গাঁজারু, নৃশংস ছাত্রনেতা, পাতিনেতারা সব ছেড়েছুড়ে হয়ে গেছে বরফের মতো ঠাণ্ডা, মাটির মতো নরম, আকাশের মতো উদার, পাহাড়ের মতো অটল। 'মুমিন নাকে দড়ি বাঁধা উটের মতো,

টেনে নিলে হেঁটে যাবে, বসিয়ে দিলে বসে থাকবে'। [৩৭]

নাঈম আর সাব্বির। দুজনই ফরিদাবাদ মাদরাসা থেকে মওলানা পাশ করে এসে ঢাবির থিওলজি ফ্যাকাল্টিতে প্রথম বর্ষে। ইসলামের ইতিহাসে। থাকেও একসাথে ভার্সিটির বাইরে মেসে। ক্লাসের বাইরে ক্যাম্পাসে ঘোরেফেরেও একসাথে মানিকজোড়।

'নাঈম, চল হলে উঠি', ভিসি বাংলোর লাগোয়া রাস্তাটা ওদের খুব প্রিয়। রাস্তা জুড়ে বকুলের ঘ্রাণ।

'কেন রে? মেসে খারাপ আছিস নাকি?', হাতের বাদামটুকু মুখে পুরে অবাক হয়ে চায় নাঈম ওর দিকে।

'না, তা নয়', সাব্বিরের আমতা আমতা।

'তবে কী? হলে তো খাবার ভালো না। যখন তখন জোর করে মিছিলে-টিছিলে নিয়ে যায়। না গেলে সিট থাকে না। মেসে আরামে আছিস। ভালো খাচ্ছিস। ভূতে কিলাচ্ছে বুঝি?'

'না, দেখ। হলে ছেলেরা কত মজাটজা করে। হলে না থাকলে ভার্সিটি-জীবনের স্বাদই তো হলো না'।

ভার্সিটির 'স্বাদ'। দিনে ক্লাস-লাইব্রেরি, রাতে দু'জন মিলে পড়া, কোথাও ঘুরতে যাওয়া, শেখপাড়া মোড়ে জলিলের দোকানে চা। এভাবেই চলেছে গত ছ'মাস। পড়াশোনা-ক্লাসের বাইরে কী সেই 'স্বাদ', যা না হলে সাব্বিরের চলছে না? গভীর রাত অব্দি অহেতুক জেগে থাকা, হইচই, তাস, মেয়েদের সাথে মিলে একসাথে আড্ডা, গ্রুপ-স্টাডির নামে ফ্লার্টিং, টিটকারী। এগুলোই? এজন্যই কি মানুষ ভার্সিটিতে আসে? ভার্সিটি কালচারে পড়াশোনাটাই গৌণ? 'উচ্চ'শিক্ষার নামে ৪/৫ বছর সেই ম্যাট্রিক-ইন্টারের মতো 'পাশের পড়া'। সেই স্যারদের স্পুন-ফিডিং। সেই কাটছাঁট সাজেশন। সেই আগের বছরের প্রশ্নপত্র সলভ। যেহেতু পড়াশোনা-টা গৌণ; অতএব, ওটা যতসম্ভব কম করা যায়। ভার্সিটির 'স্বাদ' নেওয়ার জন্য যত বেশি সময় বের করা যায়, তত লাভ।

ইদানীং সাব্বিরটা বদলে গেছে। অনেক বদলে গেছে। ফ্লার্টিং এড়াতে যে ছেলেটা ক্লাস শেষ করেই হুড়মুড় করে ঢুকত কিং ফাহাদ লাইব্রেরিতে। দুপুরের পর মেয়েদের আনাগোনা কমলে পরে বেরিয়ে মেসে ফিরত। সেই সাব্বির এখন ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরির

---

[৩৭] শুআবুল ঈমান ৭৭৭৭, মিরকাতুল মাসাবীহ ৮/১৮৩ পৃ., শাইখ আলবানি হাসান বলেছেন, সহীহুল জামে' ৬৬৬৯

অজুহাত খোঁজে। ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রদের একটা অংশ নাস্তিক হয়ে যায়। ফিলিপ.কে. হিট্টির জাদুতে।[৩৮] প্রাচ্যবাদী মনমানসিকতা একপাশে রাখলেও মূল সমস্যাটা আসলে জ্ঞান-পদ্ধতিতে (methodology)। পশ্চিমা মেথডোলজি হলো তথ্য-পরিসংখ্যান ভিত্তিক। এগুলো কে সরবরাহ করছে, সে কেমন লোক, তার কোনো বিশেষ স্বার্থ আছে কি না—এসব এখানে গৌণ। ডেটা আছে, ব্যস, সেটা আমলে নিতে হবে। একটা রিসার্চের ডেটা আর মেথডটা বৈজ্ঞানিক হয়েছে কি না, Peer-review দেখে। গবেষকের চরিত্র বিচার তার কাজ না। আর ইসলামি মেথডোলজি হলো রিজাল-ভিত্তিক। মানুষটা কেমন, যিনি তথ্য দিচ্ছেন? তার ওপর নির্ভর করা যায় কি না, মিথ্যা বলার দায়ে অভিযুক্ত কি না, আর দশজন গবেষক তার সম্পর্কে কী বলে (peer-comment), স্মৃতিভ্রম ঘটেছিল কি না। সব শর্তে উৎরে গেলে তথ্যটা গ্রহণ করা হবে। এমন একাধিক লোকের সাক্ষ্য তথ্যটাকে শক্তিশালী করবে। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemology) পার্থক্যের ফলে সত্য-মিথ্যা সঠিক-বেঠিকেও পার্থক্য হয়। ইসলাম যা কিছু ব্যক্তি-সততার ভিত্তিতে সঠিক বলে মেনে নেয়, পশ্চিম তাতেও প্রশ্ন তুলবে 'যথেষ্ট ডেটা নেই' বলে কিংবা বিপরীত ডেটা আছে বলে; বিপরীত ডেটা-টা কোন চোর-ছ্যাঁচড়ে দিয়েছে, তাতে পশ্চিমের যায় আসে না। সাথে একটু ওরিয়েন্টালিজমের বিষ থাকলে তো চোরের দেওয়া নেগেটিভ ডেটাকেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করে ছাড়বে। সাথে লাগাবে 'হতে পারে' 'হয়তো' 'এমনটি হয়ে থাকবে' ইত্যাদি। এজন্যই ইসলামের 'হাদিস মেথডোলজি' পশ্চিম মেনে নেয় না। উসমান رضي الله عنه-এর কুরআন সংরক্ষণ নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই। তার সততা বহু সাক্ষ্যে প্রমাণিত; কিন্তু পশ্চিম প্রশ্ন তোলে—বাকিগুলো কেন পোড়ালেন? নিশ্চয়ই তার পলিটিক্যাল উদ্দেশ্য ছিল.. নিশ্চয়ই হ্যান, হতে পারে ত্যান। সমস্যা হলো, ডিপার্টমেন্টে যে সার্কেলটা নাস্তিক বলে মশহুর, তাদের সাথে সাব্বিরের ওঠাবসা বেড়ে গেছে পিকনিকের পর থেকে।

[৩৮] প্রোফেসর ফিলিপ কে. হিট্টি (Philip Khuri Hitti)। ১৮৮৬-১৯৭৮। লেবাননে মেরোনাইট খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম। প্রিন্সটন ও হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। আমেরিকায় Arabic studies বিষয়ের একক স্থপতি। বাংলাদেশ-সহ নানান দেশে তাঁর লেখা বই ইসলামের ইতিহাস বিভাগে পাঠ্য।